R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

'ছাউনির ক্ষেত্রে
অপূর্ব অবদান'
স্থায়িত্ব, নির্ভরতা, টেকসই ও মজবুতের জন্য একমাত্র এভারেষ্ট এ্যাসবেসটস শীট ব্যবহার করুন।
মহকুমার একমাত্র ডিলার :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

৬৩শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
৩রা নভেম্বর, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

নৌকায় আবার বেশী যাত্রী নেওয়া হচ্ছে

রঘুনাথগঞ্জ, ১ নভেম্বর—শহরের দুটি কর্মব্যস্ত ঘাটের মধ্যে গাড়ীঘাটে আবার বেশী যাত্রী নিয়ে নৌকা পারাপার হচ্ছে। প্রহরারত কোন পুলিশও চোখে পড়ে না। অথচ মাস কয়েক আগে বড় নৌকায় ৪টি সাইকেল ও ১০ জন যাত্রী এবং ছোট নৌকায় ৩টি সাইকেল ও ৮ জন যাত্রী নেওয়ার নিয়ম চালু করা হয় এবং নৌকার গলুইয়ে ছোট বড়র পার্থক্য নির্দেশ করে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কিছুদিন নিয়মমাফিক যাত্রী পারাপার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকার পর ইদানীং আবার সেই নিয়ম ভাঙার ঘটনা চোখে পড়ছে। গত সপ্তাহে আমাদের সংবাদদাতা গাড়ীঘাটে একটি বড় নৌকায় ১০ জন এর জায়গায় ২২ জন যাত্রীর সঙ্গে বিপজ্জনকভাবে পার হয়ে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। এদিকে ধান কাটার মরশুম এগিয়ে আসছে। এই সময় গাড়ীঘাটে জ্যাম এবং দুর্ঘটনা প্রায় প্রত্যেক বারই ঘটে। কাজেই এখন থেকেই মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না।

বাসের ছাদে যাত্রী

রঘুনাথগঞ্জ, ১ নভেম্বর—বাসের ছাদে যাত্রী ওঠা নিষেধ সত্ত্বেও এখন প্রায় প্রতিদিনই রঘুনাথগঞ্জ-মুরারই রুটের বাসের ছাদের ওপর ও বাসের পিছনে বাদুরঝোলা অবস্থায় যাত্রীরা আবার যেতে শুরু করেছে। একমাত্র এই রুটের বাসগুলিই যাত্রীদের এইভাবে নিয়ে যাতায়াত করছে বলে অভিযোগ।

অভিযোগ শোনার জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনসাধারণের অভিযোগ শোনার জন্য মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারিনটেনডেনট সরজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রতি সোমবার বেলা ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত বহরমপুর পুলিশ অফিসে উপস্থিত থাকবেন। কারো কোন অভিযোগ থাকলে প্রতি সোমবার নির্দিষ্ট সময়ে পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে জানাতে পারেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ খবর পাওয়া গিয়েছে।

বিপদভঞ্জনের বিপদ

হিলোড়া, ২৮ অকটোবর—এবার নিয়ে এই গ্রামের বিপদভঞ্জন দাস দু-দু'বার ডাকাতদের খপ্পরে পড়ল। গেল ভাদ্র মাসে একবার ডাকাতরা তার বাড়ীতে হামলা চালিয়েছিল। কিন্তু জাগালদারদের চেঁচামেচিতে গ্রামবাসীরা জেগে ওঠায় তারা সুবিধা করতে পারেনি, কেবলমাত্র কয়েকটা বোমা ফাটিয়ে-পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এবার কিন্তু তারা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তবেই গিয়েছে। খবরে প্রকাশ, গতকাল রাত্রে ডাকাতরা বিপদের বাড়ীতে ঢুকে প্রথমেই লোহার ডাণ্ডা মেরে হাবল দাসের মাথা ফাটায়। বিপদভঞ্জন বিপদ বুঝে দোতালা থেকে চিৎকার করতে থাকলে ডাকাতরা তাকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। সৌভাগ্যক্রমে বিপদ বেঁচে যায়। এরই মধ্যে গ্রামবাসীরা বিপদের বাড়ীর চারপাশ ঘিরে ফেলে। ডাকাতরা শেষমেষ বোমা ফাটিয়ে গ্রামের সুখেন্দুবিকাশ মজুমদারকে জখম করে হাজারখানেক টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। পরে রাস্তার ধারে রক্তের দাগ এবং ডান হাতের বুড়ো অ:ঙুল পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরদিন কাশিমনগরে বীরভূমের জয়কৃষ্ণপুর নিবাসী ডান হাতের বুড়ো

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শেষ বণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ, ১ নভেম্বর—মোক্তার আবদুর রাজ্জাক (৬১) গত শুক্রবার ধর্ষণের একটি মামলার মুভ করছিলেন সাব-ডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট জামসেদ আলি খানের এজলাসে। ধর্ষিতা মহিলাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের হেফাজতে নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছিল ; রাজ্জাক সাহেব তারই বণ্ডের জন্য আবেদন করছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মহিলার বাবা এবং মোক্তারকে পৃথক পৃথকভাবে ৫০০ টাঃ করে মহিলার বণ্ড মঞ্জুর করেন। রাজ্জাক সাহেব ঠিক তখনই সেরিব্র্যাল থ্রম্বসিস-এ আক্রান্ত হয়ে এজলাসের মধ্যেই চেয়ারে বসে পড়েন। দ্রুত তাঁর মুখমণ্ডলীর পরিবর্তন ঘটে, শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং কথা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর চোখে-মুখে জল দেওয়া হয় এবং এ্যামবুলেনস্ ডাকা হয়। তখন বৈকাল প্রায় সোয়া চারটা। ওই অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর রাত্রি সোয়া সাতটা নাগাদ তিনি মারা যান। জঙ্গিপুর বার লাইব্রেরীর আইনজীবীরা একটি ট্রাক জোগাড় করে রাজ্জাক সাহেবের মৃতদেহ তাঁর ধুলিয়ানের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। পরদিন 'ফুল কোরট রেফারেনস্'-এ একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়। এস ডি ও, এস ডি জে এম, দু'জন ম্যাজিষ্ট্রেট, সেকেণ্ড অফিসার, দু'জন মুনসেফ এবং

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভ্রাম্যমান ডাকঘর

সাগরদীঘি, ৩১ অকটোবর—সাগরদীঘি ডাকঘরের অধীনে সম্প্রতি দুটি ভ্রাম্যমান ডাকঘর চালু করা হয়েছে। এর জন্য দু'জন ভ্রাম্যমান শাখা ডাকপাল নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা সাইকেলে নির্দিষ্ট গ্রামে গ্রামে ঘুরে খাম, পোষ্টকারড প্রভৃতি বিক্রী করছেন, গ্রামের মানুষের নামে আসা রেজেষ্ট্রী ডাক ও সাধারণ চিঠি বিলি করছেন এবং মানি অরডার বিলিসহ ডাকঘরের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে সাগরদীঘিতেই এই প্রথম ভ্রাম্যমান শাখা ডাকঘরগুলি চালু করা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, অনতিবিলম্বে জেলায় আরো কয়েকটি এ ধরনের ডাকঘর খোলা হবে।

সাংবাদিক সংঘের সভা

বহরমপুর, ২৭ অকটোবর—গত পরশু মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের কার্যকরী সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পরিমল গোস্বামী এবং শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবে বলা হয়, 'স্বর্গত কবি মৃত্যুকালে প্রতিবেশী বাঙলাদেশে বসবাস করলেও তাঁর পুত্র এবং পরিবারবর্গ পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছেন। বাঙলাদেশ সরকার কবির

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
সব্জী চাষের
খরচ কমায় ফলন বাড়ায়
মাইক্রোবস্ ইণ্ডিয়া • ৮৭ লেনিন সরণী, কলি-১৩ ফোন ২১-২৫৬৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই কার্ত্তিক বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

বাসের ফাঁস

গত সপ্তাহে আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে, ফরাক্কা—বহরমপুর, রঘুনাথগঞ্জ—বহরমপুর রুটের বাসগুলিতে বিশেষতঃ নির্দিষ্ট মিনি বাসে যাত্রীসাধারণের ভ্রমণ-স্বাচ্ছন্দ্য তিরোহিত হইতেছে। অথচ মিনি বাসের ভাড়া সাধারণ বাস অপেক্ষা বেশী। তাহা কবুল করিয়াও তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থলে যাইতে অথবা যাতায়াতে ভীড়ের গাদাগাদি এড়াইয়া একটু স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারা যাইতেছে না।

প্রথমতঃ সংশ্লিষ্ট বেশী ভাড়ার বাসগুলিতে নির্দিষ্ট আসন অপেক্ষা অনেক বেশী যাত্রী লওয়া হইতেছে। ইহাতে উক্ত বাসগুলিতে সাধারণ বাসের মতই 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' অবস্থা। বস্তাঠাসা ও ঝুলাঝুলি পরিদৃশ্যমান। দ্বিতীয়তঃ মিনি বাসের ছাড়িবার-পৌঁছিবার নির্দিষ্ট সময় নাই। কেহ মিনি বাসে যাইবেন, ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু বাসষ্ট্যাণ্ডে আসিয়া দেখেন, মিনি বাস চলিয়া গিয়াছে। তাই গন্তব্যস্থলে সকাল সকাল পৌঁছিয়া কাজকর্ম সারিবার আশা নির্মূল হইল। সময়ের যেমন গোলমাল, তেমনি ভাড়ার অসমতার কথাও উল্লেখিত প্রতিবেদনে দেখা যাইতেছে। স্বাচ্ছন্দ্যদানের অক্ষমতায় ভাড়ার অসমতা রহিবে কেন যাত্রীরা তাহা বুঝিতে অক্ষম।

তাহা ছাড়া প্রাইভেট বাসগুলির আর এক স্বেচ্ছাচারের কথা জানা যাইতেছে। বিবাহ বা অন্য কোন উপলক্ষে কোন কোন প্রাইভেট বাস বেশী ভাড়া পিটিবার লালসায় হঠাৎ রুট হইতে অদৃশ্য হইতেছে, ইহার জন্য আগাম কোন নোটিশ থাকে না। হয়ত বা 'খারাপ হইয়াছে' অজুহাত দেখাইয়া এই অভিসন্ধি পূরণ করা হইতেছে। ইহাতে যাত্রীরা নাজেহালের একশেষ হইতেছেন।

এই হইতেছে সর্বপ্রকার বাসের সার্বিক অবস্থা। বাড়িতেছে অসহায় যাত্রীদের দুরবস্থা। মিনি বাস যদি বিভিন্ন ষ্টপেজে যাত্রী কুড়াইতে কুড়াইতে চলে, যদি যাতায়াতের নির্দিষ্ট সময় প্রতি পদে ব্যাহত হয়, যদি প্রাইভেট বাসগুলির 'রিজার্ভ' যাওয়ার প্রবণতা বাড়িতে থাকে, যদি ভাড়ার বৈষম্য দেখা যায়—তবে তাহা যাত্রীসাধারণের ক্ষোভ বৃদ্ধির কারণ হইবে।

প্রকাশিত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ সংস্থাকে অনুরোধ করি, তাঁহারা উপযুক্ত তদন্তাদি করিয়া যাত্রীসাধারণকে উপকৃত করুন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

নজরুল প্রসঙ্গে

পরম স্নেহাস্পদেষু অনুত্তম, নজরুল সম্বন্ধে জঙ্গিপুর সংবাদের ১৫ ভাদ্র, ১৩৮৩ সংখ্যায় "ঘুমাইতে দাও ·· ....." শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দুটি ভুল ছিল: হুগলী জেলে রবীন্দ্রনাথ গিয়ে নজরুলের অনশন ভঙ্গ করিয়েছিলেন—এ কথা কার কাছে শুনলে? নজরুলের অনশন ভঙ্গ করিয়েছিলেন বিরজা-সুন্দরী দেবী। আমার 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' গ্রন্থে এ কথা লিখেছি। আর, নজরুলের সাহিত্যিক জীবন দশ বছর নয়, বাইশ বছর—১৯২০ থেকে ১৯৪২। —নলিনীকান্ত সরকার, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি।

আরো নাটক আরো দর্শক আরো মঞ্চ

গ্রামের মঞ্চে 'অশান্ত ঘূর্ণি'

সাধারণতঃ দেখা যায় ছেলেরা মেয়ে সেজে মেয়ের চরিত্রে রূপ দেয়। কিন্তু সাগরদীঘি থানার শের গ্রামে গত ৮ কার্ত্তিক 'অশান্ত ঘূর্ণি' নামে রতন দাসের পরিচালনায় যে যাত্রাটি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ হ'ল তাতে একটি পুরুষের চরিত্রে পুরুষ সেজে অভিনয় করলেন একজন মহিলা। চরিত্রটি 'নিশান'-এর, রূপ দিলেন আল্পনা দাস।

বর্তমান দুনিয়ায় মানুষ তার নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে কোন বাধা মানে না, নিজের শূন্য ঘট যেভাবেই হোক না কেন পূরণে সচেষ্ট হয়, সততা এখানে স্থান পায় না। ইতিহাসের পাতায় আমরা মিরজাফরের কথা বড় বড় হরফে দেখতে পাই, তারই পাশাপাশি কিন্তু সততাপূর্ণ লোকের কোন সাড়াই আমরা পাই না—মোটামুটি এই বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত যাত্রাটি গ্রামের মঞ্চে সুন্দরভাবে মঞ্চস্থ হয়। যাঁদের অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দেয় তাঁরা অরুণ দাস (মহম্মদ), মলয় দাস (রামভবানী), পার্বতী দাস (নাগেশ্বর কাকা), কৃষ্ণকিঙ্কর পাল (সুরজলাল), নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস (জামভবানী) প্রমুখ। নিশানের ভূমিকায় আল্পনা দাসের অভিনয়ও প্রাণবন্ত। শহরের চেয়ে গ্রামের অপেশাদার অভিনেতারাও কোন অংশে পিছিয়ে নাই, শের গ্রামের ছেলেদের যৌথ প্রযোজনা তারই ইঙ্গিত দেয়।

—রাজশ্রী

গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ প্রতিযোগিতা

গত ২৮ অকটোবর গঙ্গাবক্ষে বাসুদেবপুর হতে নিমতিতা পর্য্যন্ত পাঁচ কিঃ মিঃ সন্তরণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন সেরপুর রুদ্র সঙ্ঘ। মোট এগারজন স্থানীয় প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে ১০ জন সাঁতার সম্পূর্ণ করেন। দিলীপকুমার সিং মাত্র কুড়ি মিনিটে পাঁচ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম কোরে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সঞ্জয়কুমার সিন্‌হা একুশ মিনিটে এবং বাবলু সাহা বাইশ মিনিটে সাঁতার সম্পূর্ণ কোরে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে তিনজন বিজয়ীকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন সুতী ২নং ব্লকের বিডিও মিহিরকুমার পত্রনবিশ। এই উপলক্ষে গঙ্গাবক্ষে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। খবরটি জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর সূত্রের।

গ্রামে গ্রামে বসন্ত তল্লাসি অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা: নভেম্বর মাসের তিন তারিখ থেকে জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চলে বসন্ত তল্লাসির কাজ শুরু হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এই কাজ চলবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। ইতিমধ্যে জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ান পুর-সভায় তল্লাসির কাজ শেষ হয়েছে। কেউ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে স্যানিটারী ইনস্-পেকটর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র অথবা মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরে জানাবার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

লরির ধাক্কায় আহত

রঘুনাথগঞ্জ, ৩১ অকটোবর—গতকাল সকাল ১০টা নাগাদ কোলকাতাগামী একটি লরি উমরপুর পেট্রল পাম্প সংলগ্ন উমরপুরের জনৈকা মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। মহিলাটির মাথায় আঘাত লাগায় তাকে গুরুতর অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মহিলাটি রাস্তার এক প্রান্ত হতে অপরপ্রান্তে যাচ্ছিল বলে জানা যায়।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ/ সত্যনারায়ণ ভকত

ছট উৎসব

অন্ধকার কেটে ভোরের আলো কেবল ফুটেছে, সূর্য তখনও ওঠেনি। মেয়েরা ডালা নিয়ে হাজির হয়েছেন গঙ্গার তীরে, পুকুর ও দীঘির ঘাটে। কারও চাঙারি ভর্তি ফলমূল, কারও বা কুলো ভর্তি। দীপ্ত, উজ্জ্বল ভাগ্য বা রথচক্রের প্রতীক চাঙারি, আসন-এর প্রতীক কুলো। সবই অবশ্য বিশ্বাস, উদ্দেশ্য সূর্যের পূজো—যার আর এক নাম ছট পূজো বা ছট উৎসব। বহরমপুর, আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ, সাগরদীঘি, রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর এবং জেলার আরো অনেক জায়গায় কালীপূজোর পর সাত দিনের মাথায় এই উৎসব হয়। মেথর, মাল্লা, চামার, মারোয়াড়ী ও হিন্দুস্থানীরা এই উৎসব পালন করে থাকে। তরিতরকারি থেকে শুরু করে যাবতীয় ফলমূল এই পূজোর প্রধান উপচার, আটার তৈরী 'ঠেকুয়া' এর অন্যতম আকর্ষণ।

আগের দিন বিকেলে দল বেঁধে মেয়েরা গঙ্গা-পুকুর-দীঘির ঘাটে গিয়ে মাটির ছোট ছোট বেদী তৈরী করেন, অরক দেন। তারও একদিন আগে রাত্রে একবার মাত্র কদু-ভাত খান। তাতে যাতে একটাও কাঁকর না থাকে এবং খাওয়ার সময় যাতে কোন শব্দ না হয় সেদিকে কড়া নজর রাখা হয়। আগের দিন অনুরূপ সতর্কতার সঙ্গে ক্ষীর-পায়েস খান। মূল পূজোর দিন ডালা নিয়ে মেয়েরা একসঙ্গে গান গাইতে গাইতে ঘাটের দিকে যান :

গঙ্গা নাহায়ে যাইবো জরুর
হামারী গঙ্গা মাইকে
পিওরি চঢ়াইবো
পেহেনলি গঙ্গা মাইয়া
লুলাসে লে মোরা ছাতিয়া
হামু যে চঢ়াইবো পানওয়া ফুলওয়া
দেবো আরতিয়া
লিহালী গঙ্গা মাইয়া
লুলাসে লে মোরা ছাতিয়া…

সকলে উপস্থিত হন ঘাটে। কাঁসর ও ঢাকের আওয়াজে ভোরের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। মাটির বেদীতে সিঁদুর মাখানো পেতলের ঘটিতে আমের শাখা, গঙ্গাজল ও নারকেল দিয়ে ঘট তৈরী করা হয়। পাশে পাশে সাজানো থাকে ফলের ডালা। ছেলে-মেয়ে সকলে স্নান করে আনকোরা জামা-কাপড় পরে। মেয়েদের মধ্যে থেকে একজন জলে নেমে একে একে প্রত্যেকের ডালা ধরেন। বাকীরা সকলে দুধ-গঙ্গাজল দিয়ে প্রতিটি ডালায় অরক (অঞ্জলি) দেন। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাও অরক দেয়। ঠিক সেই মুহূর্তে পূব আকাশটা রাঙিয়ে রক্তিম সূর্যটা কোন না কোন গাছের আড়াল থেকে তীর্যকভাবে টুপ করে উঠে পড়ে। মিষ্টি রোদে শীত-শীত ভাবটা কাটতে থাকে। মেয়েরা মিলিত কণ্ঠে গান ধরেন :

হে ছটী মাতা
করবি রৌরি সেবা
রৌরি সেবকা নিরমল কায়া
নদীকে তীরে তীরে।
বনল মেঁ রাই
সোনে কা ধেনু চঢ়ি চঢ়ি যাঈ,
কৌনো ভাই মারেলা তীর চালাঈ
গিরেলা ধেনু মুরছাই।
করবি রৌরি সেবা
রৌরি সেবকা মোর নিরমল কায়া
হে ছোটী মাতা…

দেশোয়ালি সুরে দেশোয়ালি গান থামে। ছট বা সূর্য পূজোর জন্য পুরোহিত আসেন। অরকপর্ব সমাপনের পর বয়স্করা সিঁদুর পরিয়ে দেন সধবা অপেক্ষাকৃত কম বয়স্কা রমণীদের। ছোটরা প্রণাম করেন বড়দের। সকলে প্রণাম করেন পুরোহিতকে। পূজো আরম্ভ হয়। চলে বেশ কিছুক্ষণ। সবশেষে ঘাটেই প্রসাদ বিতরণ শুরু হয়। ফেরার পথে মেয়েরা আবার কোরাস ধরেন। এই গানকে বলা হয় ঝুমর :

সোনে কে থারি মেঁ
জেওমনা পরসব,
উড়ি উড়ি যেঁওয়ে চিড়াইয়াঁ
আজ মোরে রাজা আওইয়াঁ।
কোঠা পর বোলে চিড়ইয়াঁ
আজ মোরে রাজা আওইয়াঁ।
সোনে কে গেরুয়া
গঙ্গা জলা পানি
উড়ি উড়ি পিয়েঁ চিড়ইয়াঁ।
আজ মোরে রাজা আওইয়াঁ
কোঠা পর বোলে চিড়ইয়াঁ
আজ মোরে রাজা আওইয়াঁ।
পাঁচ হি পান পানা
বিরুয়া লাগাওলো
উড়ি উড়ি চাভে চিড়ইয়াঁ।
আজ মোরে রাজা আওইয়াঁ।
কোঠা পর বোলে চিড়ইয়াঁ॥
ফুলোঁ হাজারো কো
সেজও ডাঁসাওলা
উড়ি উড়ি শোয়ে চিড়ইয়াঁ
আজ মোরা রাজা আওইয়াঁ।
সেজ পর বোলে চিড়ইয়াঁ
আজ মোরে রাজা আওইয়াঁ॥

জগদ্ধাত্রী মহবিল

রঘুনাথগঞ্জ থানার ছোট্ট গ্রাম বাড়ালা। জগদ্ধাত্রী পূজোকে কেন্দ্র করে এই ছোট্ট গ্রামের উৎসব কিন্তু বিরাট। জগদ্ধাত্রী পূজোর দিন থেকেই মেলা বসেছে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজো একদিনেই। ভট্টাচার্য, মুখারজি ও দত্ত বাড়ি মিলিয়ে গ্রামের পূজো চারটি। পাশের গ্রাম জরুরে রায় বাড়িতে একটি। এই পাঁচটি পূজোই গ্রামের উৎসব-অনুষ্ঠানের উৎস। মূল উৎসব হয় পূজোর পরদিন অর্থাৎ বিসর্জনের দিন। বিসর্জনের ঠিক আগের মুহূর্তে অনুষ্ঠিত মহবিল বা মহামিলন উৎসবের প্রাণ, ভিড়ের জোয়ারে গা ভাসিয়ে, নাচের তালে তাল মিলিয়ে শেষ থেকে শুরু।

মেলা বসেছে ঝঞ্ঝাটী কালীতলায়। সাবেক নাম জোড়া কালীতলা। ডজনখানেক প্রসাধন সামগ্রীর দোকান, আধ ডজন মিষ্টির দোকান আর ছোটখাট সব রকম আরো এক ডজন দোকান বসেছে এখানে। হাজার হাজার দর্শনার্থী সন্ধ্যে থেকে জড় হয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান সাঁওতাল-ধাঙড়, উঁচু-নীচু কোন ভেদা-ভেদ নাই—সবাই এসেছেন মেলা দেখতে, উৎসবের ভাগীদার হতে। জগদ্ধাত্রী মহবিলে এই জমায়েত মহা-মিলন। পুলিশ, চৌকিদার, স্বেচ্ছা-সেবক শান্তিরক্ষার তাগিদে জায়গায় জায়গায় প্রহরারত। ইতস্তত: নারী-পুরুষের জটলা। গরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি, রিক্সর পারক। পাশের ও দূরের অনেক গ্রাম থেকে ওই সব বাহনে এসেছেন দর্শনার্থীর দল। শহুরেরা গিয়েছেন রিক্সয়, বাসে। প্রবেশমুখে নতুন এবং বাড়তি একটি মাতৃমূর্তি চোখে পড়ল। বোরডে লেখা—'শ্রীসন্তোষী মাতা, মুক্তহস্তে দান করুন'। এর উদ্যোক্তা গ্রামের দক্ষিণপাড়ার ছেলেরা। মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাক, কাঁসর-ঘন্টা আর শাঁখের আওয়াজ। লোকের ঠাসাঠাসি। সাজ সাজ রব নিরঞ্জনের। মেয়েরা বিদায় দিচ্ছেন জগদ্ধাত্রীকে।

রাত্রি বাড়ে। বাড়ে প্রাণ-চাঞ্চল্য। প্রথমে জরুরের প্রতিমা গ্রাম পরিক্রমার পর প্রদক্ষিণ করে মেলা। তারপর একে একে প্রবেশ করে বাড়ালার প্রতিমা। একটি করে ঢোকে, বার কয়েক নাচে। তারপর নামায় এবং অপেক্ষা করতে থাকে অন্যদের জন্য। একইভাবে চারটি প্রতিমা এসে যখন হাজির হয় মেলার ভেতর ঝঞ্ঝাটী কালীতলায়, তখনই ঘটে মহামিলন। শুরু হয় মহবিল। চারটি প্রতিমাকেই একসঙ্গে সার বেঁধে তোলা হয়। প্রতিমা কাঁধে নিয়ে মিনিট পনের নাচে সবাই। এই সময় হাজার হাজার দর্শনার্থী এই দৃশ্য দেখেন। শেষে একে একে প্রতিমা নিয়ে চলে যাওয়া হয় নিরঞ্জনের জন্য। মেলা চলে সারা রাত।

পরলোকে তরুণ অধ্যাপক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের তরুণ অধ্যাপক তারাশঙ্কর পাঁজা (৩২) পূজোর ছুটিতে সস্ত্রীক উত্তরপ্রদেশের চুনারে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরলোকগমন করেন। পূজোর ছুটি শেষে গত ১ নভেম্বর কলেজ খুললে শোক পালন করা হয় এবং কলেজ ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। ২ নভেম্বর টিচারস কাউনসিল এক সভায় মিলিত হয়ে পরলোকগত অধ্যাপকের স্ত্রীকে জীবিকানির্বাহের জন্য অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই নভেম্বর, ১৯৭৬

৬ মনি/৭৫ ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দেঃ রমেন্দ্রনাথ রায় দাবি ২৬৫·২৭ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ১·৯৭ শতক জমির কাত ৩৮/৬ পাই তন্মধ্যে ৪৩ শতক জমির কাত ৮/৩ পাই আঃ ৪০০৲ থং নং ১৫৫৩

বিপদভঞ্জনের বিপদ

(১ম পাতার পর)

আঙ্গুল কাটা একজনকে অর্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পাইকর থেকে মুরারই পুলিশের সহায়তায় তাকে রামপুরহাট হাসপাতালে স্থানান্তর করার পর সেখানে তার মৃত্যু ঘটে। জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও, সি আই (পুলিশ) এবং সুতী থানার বড় দারোগা এই গ্রামে এসে ঘটনাস্থলে তদন্ত চালান।

সাংবাদিক সংঘের সভা

(১ম পাতার পর)

মৃত্যু সংবাদ তাঁর পুত্র এবং পরিবার-বর্গকে না জানিয়ে কবির মৃতদেহ ঢাকাতে সমাহিত করায় এই সভা মর্মাহত।' সেই সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে বলা হয়, '১৯/৯/৭৬ তারিখের 'জনমত' পত্রিকায় জনমত সম্পাদক, যুগান্তরের সংবাদদাতা এবং অপর একজন যে বিবৃতি দিয়েছেন তা সভায় পঠিত ও আলোচিত হল। এই সভা মনে করে যে সংঘের সদস্যরা উক্ত তিনজন সাংবাদিক যাঁরা জেলা সাংবাদিক সংঘের বর্তমানে সদস্য নন এবং তাঁদের সাথে এ পর্যন্ত কোন প্রকার অশালীন ব্যবহারে লিপ্ত হয়নি।' খবরটি দিয়েছেন জেলা সাংবাদিক সংঘের সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য।

খেলার খবর

সাগরদীঘি, ১ নভেম্বর—রেফারীর একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে গতকাল সাগরদীঘি ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল ফাইনালটি খেলা শেষ হওয়ার এক মিঃ আগেই পরিত্যক্ত হয়। এই খেলায় জঙ্গিপুর কলেজ ও আহিমগঞ্জ ওয়াই এম এ একটি করে গোল করে। খেলাকে কেন্দ্র করে মারপিটের ফলে ৬ জন আহত হন বলে জানা যায়। হাজার হাজার দর্শক খেলার সঙ্গে উপরি হিসেবে মারপিটের দৃশ্য উত্তেজনার সঙ্গে উপভোগ করেন।

শোক সভা

(১ম পাতার পর)

জঙ্গিপুর বার ও ক্রিমিনাল লাইব্রেরীর আইনজীবীরা সেই শোকসভায় মিলিত হয়ে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং কর্মরত অবস্থায় পরলোকগত মোক্তার আবদুর রাজ্জাকের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। বর্ত্তমানে রাজ্জাক সাহেবের দুই ছেলে জঙ্গিপুর আদালতে ওকালতি করছেন বলে জানা যায়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন- ২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই
ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন
❋ এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
❋ আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
❋ কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
❋ হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
❋ এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।
প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

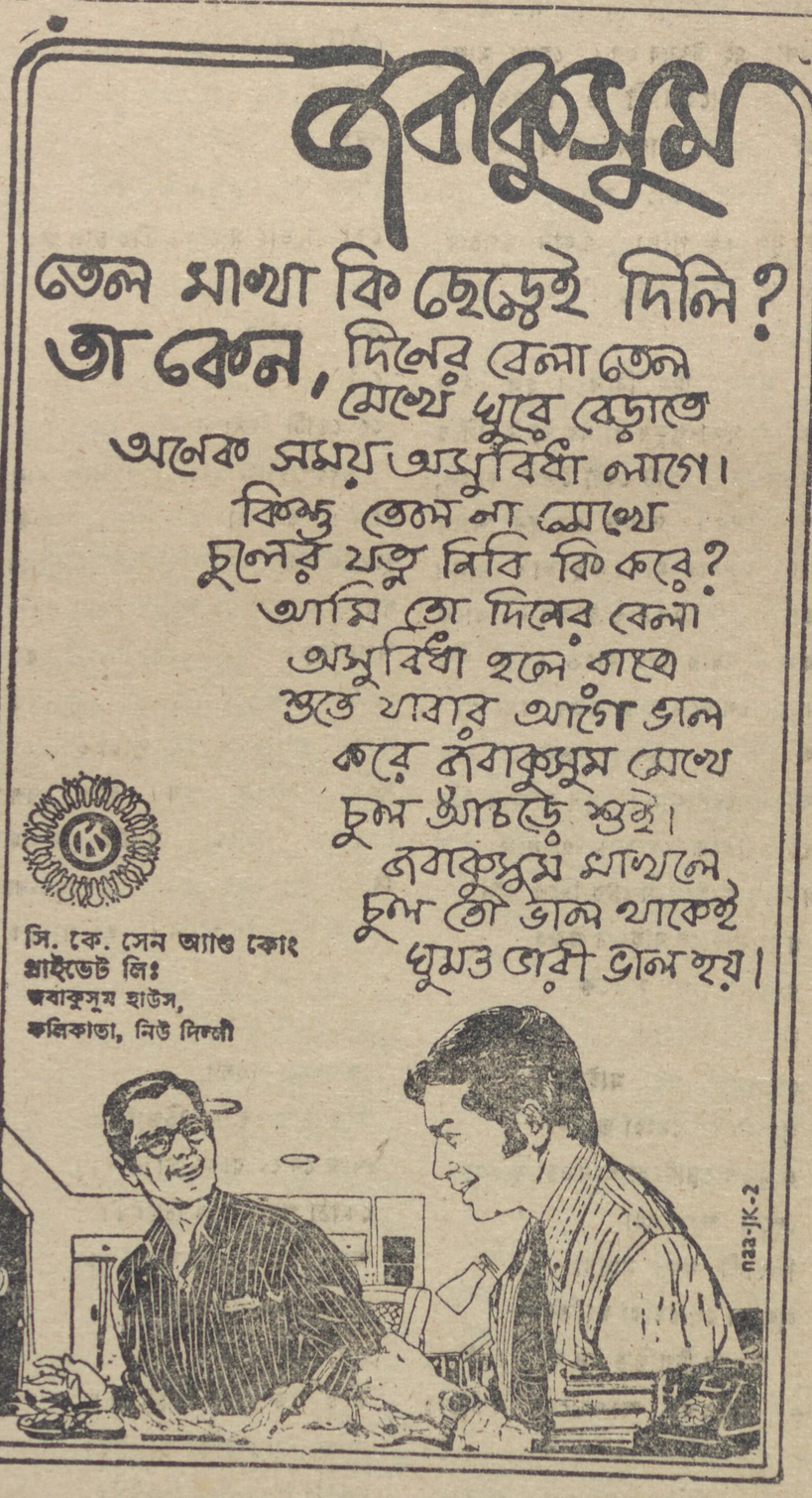

দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ

অরঙ্গাবাদ : মুর্শিদাবাদ

ভাগীরথী তীরবর্তী মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সুদৃশ্য কলেজ ভবন। উচ্চ মাধ্যমিক একাদশ ক্লাসে (জেনারেল ষ্ট্রিম) এবং স্নাতক শ্রেণীতে কলা ও বাণিজ্য বিভাগে এবং পি, ইউ ক্লাসে ভর্তি চলছে। প্রাতঃ বিভাগে বাণিজ্যে এ্যাকাউণ্টেন্সিতে অনার্স আছে। দিবা বিভাগে সহ-শিক্ষাসহ ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে (অনার্স) পড়ানো হয়। অভিজ্ঞ অধ্যাপকমণ্ডলী। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। ছাত্রাবাসের সুবিধা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। ভর্তির জন্য সত্বর আবেদন করুন।

অধ্যক্ষ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।